পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	কচুয়া		
২। জেলাঃ	চাঁদপুর		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৭১ টি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৭ টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	৩৩৭৩৮	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	১০৬৮
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১	
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		----	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		এ.এইচ.এম শাহরিয়ার রসুল	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		Ueokachua.chand@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১৫- ৭৬৭৯০৫	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিকনং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপি ইউপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণি কক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৭১ টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্য কর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবক কে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বাযোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করাহ য়েছে; • সভার অংশ গ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: ৫২০ টি • সভার বাযোগাযোগের মাধ্যম: ফেইসটুফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জারইত্যাদি
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক	• বরাদ্দকৃত অর্থ: বিদ্যালয় প্রতি ৩০,০০০/- টাকা • অর্থেরউৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিকনং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• স্লিপ,রুটিন মেইনটেনেন্স, বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করা হয়েছে। ৩৫ টি বিদ্যালয়ে সি.এস.এস.আর প্রজেক্ট থেকে প্রতি বিদ্যালয়ে ১২০০০/- টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৭১ টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	০৩ জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	-----
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধ ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; শ্রেণিতে প্রবেশের পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আসন ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তি করে ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে • অধিদপ্তরের প্রেরিত নির্দেশনা অনুযায়ী বার সমূহে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠদান সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সার সংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগল মিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম দেখার জন্য অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সার সংক্ষেপঃ	• উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনো সামাজিক ভীতি; • বন্ধকালীন সময়ে বেশ কিছু শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যায়। তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য বিধিসংক্রান্তপোস্টার, লিফলেটস রবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
		• এস.এম.সি সভা, স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য: বিভাগীয় নির্দেশনা ও সরকারি পরিপত্র সমূহের আলোকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের আগমন, প্রস্থান ও অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যালয়ের কমিটির সহযোগিতায় অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের তত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুনরায় চালুকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.০৮.২২
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

এ.এইচ.এম শাহরিয়ার রসুল
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চঃ দাঃ)
কচুয়া, চাঁদপুর।